317771 - স্থান শুকিয়ে যাওয়া কি ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতার মতক্যৈপূর্ণ আলামত?

প্রশ্ন

আমি 'সুফরা' (হলুদাভ স্রাব) ও 'কুদরা' (বাদামী স্রাব) সম্পর্কে শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহুর সর্বশেষ অভমিতরে ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাই; যখোনে তনিি বলছেলিনে যে, এগুলো কোনোভাবইে ঋতুস্রাব হসিবেে গণ্য হবে না।

আমার প্রশ্ন হলো: আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহার কাছে মহলিাদরে সইে তুলার পোটলা পাঠানো সংক্রান্ত হাদীসটরি ব্যাপারে শায্খরে বক্তব্য কী? যখোনে সুফরা বা হলুদাভ দাগ দখেে তনিি তাদরে বলতনে যনে তারা তাড়াহুড়ো না করে যতক্ষণ না 'কাসসাতুল বাযদা' (সাদা স্রাব) দখেতে পায়। এর অর্থ হলো, তনিি হলুদাভ স্রাবকে ঋতুস্রাব হসিবেইে গণ্য করতনে।

তবে কি শাইখ রাহমিাহুল্লাহ এই হাদীসটকিে দুর্বল মনে করতনে যহেতেু তনিি হলুদাভ ও বাদামী স্রাবকে হায্যে মনে করনে না; নাকি এর পছেনে অন্য কোনো কারণ ছলি?

এছাড়া, 'আমরা (রাসূলরে যুগে) হলুদাভ স্রাব ও বাদামী স্রাবকে কছিুই মনে করতাম না' এই হাদীসে 'পবত্রি হওয়ার পর' (بعد الطهر) অংশটুকু কি দুর্বল বৃদ্ধি? যদি এটি দুর্বল হয়, তবে হাদীসটি কি সাধারণ বা ব্যাপক হসিবেে গণ্য হবে? আর সক্ষেত্রে কি হলুদাভ স্রাব ও বাদামী স্রাবকে ঋতুস্রাব না মানাই আবশ্যক?

উল্লখ্যে য, আমি বর্তমানে সইে মতটইি অনুসরণ করি যা হলুদাভ ও বাদামী স্রাবকে ঋতুস্রাব হসিবেে গণ্য করে। তবে আমি বষিয়টি সম্পর্কে নশ্চিতি হতে চাই।

আর আলমেরা কি শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পবত্রিতা অর্জতি হওয়ার বষিয়ে একমত?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

উক্ত মাসআলায় শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ সর্বশেষে যে মতে স্থতি হয়ছেনে তা হলো হলুদাভ ও বাদামী স্রাব রক্তরে সাথে সংযুক্ত হলওে ঋতুস্রাবরে অন্তর্ভুক্ত না, চাই তা আগে হোক কংিবা পরে হোক। যমেনটি (37840) নং প্রশ্নরে উত্তরে ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়ছে।

তবে ঋতুস্রাব চলাকালে কিংবা রক্ত বন্ধ হওয়ার আগে যা নির্গত হয়, তা ঋতুস্রাবের অনুগামী হিসেবে গণ্য হবে।

তাঁকে 'আল-লিকাউশ শাহরী' (৭৩/৩৭)-তে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: 'ফাযিলাতুশ শাইখ! অনুগ্রহ করে এই বিষয়টি স্পষ্ট করুন, কারণ এ নিয়ে অনেকে কথাবার্তা হচ্ছে। তা হলো: রক্ত বন্ধ হওয়ার পরে মহিলার শরীর থেকে যে বাদামী বর্ণের ও হলুদ বর্ণের স্রাব নির্গত হয় এর বিধান কী এবং মহিলার পবিত্রতা কখন সাব্যস্ত হবে? আর 'কাস্সাতুল বায়দা' (সাদা স্রাব) আসা কি আবশ্যক?'

তিনি উত্তরে বলেছেন: এটি এমন একটি মাসআলা যাতে আলিমরা মতভেদ করেছেন। আমার কাছে সর্বশেষ যা প্রাধান্য পেয়েছে তা হলো: বাদামী স্রাব ও হলুদাভ স্রাব ধর্তব্য নয়, তবে যা ঋতুস্রাবের সময়কালে নির্গত হয় সেটা ছাড়া। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ: কোনো মহিলার স্বাভাবিক ঋতুস্রাব পাঁচ দিন। সে তৃতীয় দিনে বাদামী বা হলুদাভ স্রাব দেখল, আমরা বলব: এটি ঋতুস্রাবের অনুগামী।

আর যে মহিলার রক্ত আসার আগেই বাদামী ও হলুদাভ স্রাব আসে, সেই বাদামী ও হলুদাভ স্রাব ধর্তব্য নয়।

আর অপর যে মহিলা ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়েছে, রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে এবং হলুদাভ ও বাদামী স্রাব অবশিষ্ট রয়েছে, সেটারও কোনো হুকুম নেই।"[সমাপ্ত]

হলুদাভ স্রাব ও বাদামী স্রাব ঋতুস্রাবের অন্তর্ভুক্ত নয়, এই মতটি ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহুর মত এবং এটি চার মাযহাবসহ অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের মতের বিপরীত।

দেখুন: 'আল-মুহাল্লা' (মাসআলা ২৬৬, ২৬৯) ও দুবাইয়ানের 'মাওসুআতুত তাহারাহ' (৬/২৮৬)।

দুই:

আমরা শাইখ রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক بعد الطهر (পবিত্রতার পর) এই অতিরিক্ত অংশটিকে 'যয়ীফ' (দুর্বল) বলার কোনো উদ্ধৃতি পাইনি। বরং তিনি বিভিন্ন স্থানে এ অংশটি দিয়ে দলিল পেশ করেছেন এবং এটি সহিহ হওয়া সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। এটি আসলে সহিহ।

তিনি বলেছেন: 'পবিত্রতার পরে যে বাদামী স্রাব, হলুদাভ স্রাব, ফোঁটা বা আর্দ্রতা থাকে এসব কিছুই ঋতুস্রাব নয়। সুতরাং এগুলো নামায থেকে বিরত রাখবে না, রোযা থেকে বিরত রাখবে না এবং স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে বাধা দেবে না। কারণ এগুলো ঋতুস্রাব নয়। উম্মে আতিয়্যাহ বলেছেন: 'আমরা হলুদাভ স্রাব ও বাদামী স্রাবকে কিছুই গণ্য করতাম না।' বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন এবং আবু দাউদ 'বা'দাত তুহর' (পবিত্রতার পরে) অতিরিক্ত যোগ করেছেন। এর সনদ সহিহ।'[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১১/২৮১)]

তনিি রহমিাহুল্লাহ আরও বলছেনে: ‘উম্মে আতয়িযাহ রাযযিাল্লাহু আনহার বক্তব্য: ‘আমরা পবত্রিতার পরে হলুদাভ স্রাব ও বাদামী স্রাবকে কছিুই গণ্য করতাম না।’ এটি আবু দাউদ সহহি সনদে বর্ণনা করছেনে এবং বুখারীও এটি বর্ণনা করছেনে তবে ‘বাআদাত তুহর’ অংশটি ছাড়া। কন্তিু তনিি এ কথাটি দয়িে পরচ্ছিদেরে শরিোনাম দযিছেনে এভাবে: ‘ঋতুস্রাবরে দনিগুলো ছাড়া অন্য সময়ে হলুদাভ স্রাব ও বাদামী স্রাব’ শীর্ষক পরচ্ছিদে।

‘ফাতহুল বারী’-তে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়ছে: ‘তনিি এর দ্বারা আয়শোর পূর্ববর্তী হাদসি (যখোনে তনিি বলছেনে: "যতক্ষণ না তুমি সাদা স্রাব দখেতে পাও") এবং এই অধ্যায়ে উম্মু আতয়িযার হাদীসরে মধ্যে সমন্বয় করার ইশারা করছেনে। এই সমন্বয় হলো: আয়শোর হাদসিটি সইে অবস্থার উপর প্রযোজ্য যখন ঋতুস্রাবরে দনিগুলোতে হলুদ বা বাদামী স্রাব দখো যায, আর অন্য সময়ে উম্মু আতয়িযার কথা অনুযায়ী আমল হব।ে’ আয়শোর যে হাদীসরে উল্লখে তনিি করছেনে তা হলো বুখারী এই অধ্যায়রে আগে নশ্চিতিভাবে উল্লখে করছেনে য,ে মহলিারা তাঁর কাছে কাপড়রে টুকরো পাঠাতনে।”[(১১/৩০৬)]

শাইখ রহমিাহুল্লাহ তাঁর সর্বশষে মতরে পরে উম্মু আতয়িযার ‘বাদাত তুহর’ বক্তব্যকে এভাবে ব্যাখ্যা করতনে য,ে এখানে ‘তুহর’ (পবত্রিতা) বলতে উদ্দশ্যে হলো: রক্তপাত বন্ধ হওয়া। আর এর আগে তনিি মনে করতনে এখানে ‘তুহর’ মানে কাস্সাহ বায়দা (সাদা স্রাব) বরে হওয়া অথবা সম্পূর্ণ শুকয়িে যাওয়া অর্জতি হওয়া।

তনিি রহমিাহুল্লাহ বলছেনে: ‘যদি ঋতুস্রাবরে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় এবং হলুদাভ স্রাব বা বাদামী স্রাব এর স্থলাভষিক্তি হয়, তাহলে এটি ধর্তব্য নয়। অর্থাৎ রক্ত বন্ধ হওয়ার পরে বাদামী ও হলুদাভ স্রাব ধর্তব্য নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى

“তারা আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জজ্ঞিাসা কর,ে আপনি বলুন: এটি কষ্টদায়ক (বা নাপাকী)।”[আল-বাকারাহ: ২২২]। আর কষ্টদায়ক বস্তু হলো: রক্ত।

উম্মু আতয়িযাহ বলছেনে: ‘আমরা হলুদাভ স্রাব ও বাদামী স্রাবকে কছিুই গণ্য করতাম না’ এমনটই বুখারীর বর্ণনা।

আবু দাউদে রয়ছে: ‘পবত্রিতার পরে কছিুই গণ্য করতাম না।’ তবে রক্তপাত বন্ধ হলইে পবত্রিতা অর্জতি হয়।

সুতরাং আমরা এই মহলিাকে বলব: যহেতেু সে সাত দনি ঋতুস্রাব (অর্থাৎ রক্ত) দখে,ে তারপর বাদামী বা হলুদাভ স্রাব আস,ে তাহলে সে ঋতুস্রাবরে রক্ত বন্ধ হওয়ার সময় গোসল করব (েঅর্থাৎ সাত দনি পূর্ণ হল)ে। তারপর নামায পড়ব,ে রোযা রাখবে এবং তার স্বামী যদি থাকে তবে তার সাথে সহবাস করব,ে যদওি তার থকেে হলুদাভ স্রাব বা বাদামী স্রাব নর্িগত হতে থাক।ে’[সমাপ্ত][আল-লকিাউশ শাহরী (৩৬/২২)]

শাইখরে আরকেটি দলিল হলো: ঋতুস্রাব হলো: রক্তস্রাব; হলুদাভ বা বাদামী স্রাব নয়।[আল-লকিাউশ শাহরী (৫১/৮)]

আর আয়শিা রাযযিাল্লাহু আনহার বর্ণনাকে তনিি এভাবে ব্যাখ্যা করতনে য,ে এর দ্বারা উদ্দশ্যে হলো রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার আগে হলুদাভ স্রাব আসা, যমেনটি পূর্বে উম্মু আতয়িযার হাদীসে বুখারীর শরিোনামরে ব্যাখ্যায় বর্ণতি হয়ছে।ে

যাইহোক; এই মাসআলায় প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো: ঋতুস্রাবরে দনিগুলোতে বাদামী স্রাব ও হলুদাভ স্রাব 'ঋতুস্রাব'। ফকীহরা এটকিে 'যামানুল ইমকান' (সম্ভাব্য সময়কাল) বলে প্রকাশ করনে। আর তা ঋতুস্রাবরে শুরুতে রক্তস্রাবরে সাথে সংযুক্ত হোক বা মাঝখানে হোক বা শষেে হোক, যখন রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে বাদামী ও হলুদাভ স্রাব চলমান থাকুক; সবই ঋতুস্রাব। এটি সংখ্যাগরষ্ঠি আলমিরে মাযহাব। এমনকি এই মর্মে ইজমা (ঐকমত্য)ও বর্ণতি হয়ছে।ে

তনি:

সর্বস্তররে ফকীহদরে মতে স্থানটি শুকয়িে যাওয়ার মাধ্যমে পবত্রিতা বাস্তবায়তি হয, তবে ইমাম মালকি রহমিাহুল্লাহ থকেে যা বর্ণতি হয়ছেে তা ছাড়া। তার মত,ে যে মহলিা সাদা স্রাব দখেে সে শুষ্কতা দ্বারা পবত্রি হবে না।

শাইখ আবু উমার আদ-দুবাইয়ান 'মাওসুআতুত তাহারাহ' (৭/৩৭)-তে বলছেনে:

'চতুর্থ আলোচনা: ঋতুবতী মহলিার পবত্রিতার আলামত:

একটি মত হলো: ঋতুস্রাব বন্ধ হলইে পবত্রিতা হাসলি হবে নঃিশর্তভাব;ে চাই এর পরে সাদাস্রাব বরে হোক বা না হোক। এটি হানাফী, শাফঈি ও হাম্বলীদরে মাযহাব।

আরকেটি মত হলো: যে মহলিা সাদাস্রাব দখে,ে সে তা না দখো পর্যন্ত পবত্রি হবে না। আর যে মহলিা তা দখেে না তার পবত্রিতা হবে শুষ্কতা দ্বারা। এটি ইমাম মালকি রহমিাহুল্লাহুর 'আল-মুদাওওয়ানাহ'-তে উল্লখিতি মত।

আরকেটি মত হলো: যার পবত্রিতা সাদাস্রাব দ্বারা হয, সে শুষ্কতা দখেলে সওে পবত্রি হয়ে গলে। আর যার পবত্রিতা শুষ্কতা দ্বারা হয, সে সাদাস্রাব দখেলে পবত্রি হবে না; যতক্ষণ না শুষ্কতা দখে।ে

আরকেটি মত হলো: পবত্রিতার দুটি আলামত রয়ছে:ে শুষ্কতা ও সাদাস্রাব। মহলিা এদুটোর কোনো একটি দখোই তার পবত্রি হওয়ার আলামত। চাই সে মহলিা সাধারণতঃ সাদা স্রাব দ্বারা পবত্রি হোক বা শুষ্কতা দ্বারা পবত্রি হোক। এ মত দয়িছেনে ইমাম মালকিরে সাথীদরে মধ্যে ইবনে হাবীব রাহমিাহুল্লাহ।

আরকেটি মত হলো: যখনই সে লাল রক্তরে চহ্নি দখেে বা গোশত ধোয়া পানরি মতো বা হলুদাভ স্রাব বা বাদামী স্রাব বা সাদা স্রাব বা সম্পূর্ণ শুষ্কতা দখে;ে তখনই সে পবত্রি হয়ে গছে।ে এটি ইবনে হাযমরে মাযহাব।

এর থকেে বোঝা গলে মতসমূহ নম্নিরূপ:

প্রথম: ধর্তব্য হলো: নরিটে শুষ্কতা।

দ্বতিীয়: সাদাস্রাব শুষ্কতার উপর অগ্রাধকিারপ্রাপ্ত, যদি মহলিা তা দখেে।

তৃতীয়: শুষ্কতা সাদাস্রাবরে উপর অগ্রাধকিারপ্রাপ্ত, যদি মহলিা উভয়টি দখেে।

চতুর্থ: শুষ্কতা ও সাদা স্রাব উভয়টইি পবত্রিতার আলামত।

পঞ্চম: যখনই সে লাল রক্তরে চহ্নি দখেে বা গোশত ধোয়া পানরি মতো বা হলুদাভ স্রাব বা বাদামী স্রাব বা সাদা স্রাব বা সম্পূর্ণ শুষ্কতা দখে; তখনই সে পবত্রি হয়ে গছে।'

এরপর তনিি বলছেনে:

'যারা বলছেনে য, মহলিা সাদাস্রাব দখেলে শুষ্কতা ধর্তব্য নয়, তাদরে দললি:

ঈসা ইবনে দীনার বলছেনে: সাদাস্রাব জরায়ু মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে শুষ্কতার চয়েে বশেি সুস্পষ্ট।

আর হাফযি ইবনে হাজার বলছেনে: 'তুলার টুকরো কখনো কখনো (ঋতুস্রাবরে) মাঝখানে শুকনো অবস্থায় বরে হয়। সুতরাং তা সাদাস্রাবরে বপিরীতে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার দললি হয় না।'[সমাপ্ত]

শুষ্কতা যে পবত্রিতার আলামত, এ বষিয়ে কোনো মতভদে বর্ণতি হয়নি। তবে ইমাম মালকি রহমিাহুল্লাহ থকেে বর্ণতি পূর্বোল্লখিতি মতটি ছাড়া।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।